OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 110
Website: https://tirj.org.in, Page No. 978 - 990
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 978 - 990
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

মধ্যযুগের বাংলা সুফি সাহিত্যে কোরান ব্যবহারের প্রবণতা : একটি পর্যবেক্ষণামূলক সমীক্ষা

গোলাম মইনুদ্দিন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : golam.moinuddin72@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
mysticism, Quran, reality, cosmology, Angel, soul, light, annihilation), absolute being.

Abstract
Sufis were also influenced by the Quran from the very beginning of original Sufism. In original Sufism, Sufis were influenced by the Quran in various aspects including creation theory, but its influence on Bengali Sufiism is very weak. The theories of the Quran have influenced Bengali Sufi literature in some cases directly, while in some cases they have not been directly influenced but have been mixed with Hindu-Buddhist traditions. In the book Surat Nama written by Haji Muhammad, the nature of God, his essence and qualities, the search for the Asila or Murshid, sending Adam as a representative, repentance, Fana-Baka, giving four books to the four prophets given by Allah, etc. In the book Talib Nama written by Sheikh Chand, Allah is mentioned as the conqueror of death, the words of four angels, the theory of evil, the creation of Adam, etc. In the Sirnama written by Sheikh Mansur, the influence of the Quran has been seen vertically in the areas of the creation of Adam, the release of the spirit, the mention of the four prophets, the mention of the saints, etc. Again, in some cases, the influence of the Quran can be seen horizontally. In this case, by mixing the thoughts of the Quran with the Hindu-Buddhist tradition, he has created a mixed tradition, such as the four spirits of the angels, the Marich, the four Mokam. In terms of practice, the influence of the Quran can be seen in the areas of prayer, fasting, Hajj, Zakat, Dhikr or remembrance of God, etc.

Discussion

সুফিবাদের উপর ইসলাম ধর্মের যথেষ্ঠ প্রভাব লক্ষ করা যায়। ইসলাম ধর্মের প্রভাবের কথা বললে কোরানের কথা সর্বাগ্রেই বলা প্রয়োজন। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ি কোরান আল্লাহর বাণী। আল্লাহর বাণী ফেরেশতা জিব্রাইল মারফত পয়গম্বর মোহাম্মদ কাছে পৌঁছাত। মোটামুটিভাবে ৬১০-৬৩২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কোরান রচিত হয়। খলিফা উসমানের (৬৪৪-৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ) সময় গ্রন্থবদ্ধ আকারে রূপ লাভ করে।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 110
Website: https://tirj.org.in, Page No. 978 - 990
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সুফি অতীন্দ্রিয় ভাবনায় কোরানকে অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখা হয়। তাই কিছু খণ্ড খণ্ড চিত্রের মাধ্যমে সুফিবাদকে না দেখে সামগ্রিক দিক দিয়ে বিচার করাই সুফি দৃষ্টির পরিপন্থী।

> "সুফিরা কোরানের ভাবনাকে তাদের জীবনেরে সাথে এমনভাবে সম্পৃক্ত করেছিলেন যে আপাত দৃষ্টিতে যা সুফি বিরোধী ব্যাখ্যা সেগুলিও অনেক সময় সুফি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে বাড়তি অক্সিজেন যুগিয়ে থাকে।"[১]

> "কোরানের যেকোন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সুফি দৃষ্টিভঙ্গি সহজেই একীভূত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সুফিরা তাদের জীবনদর্শনের ভিত্তি কোরানকে কেন্দ্র করেই গড়ে তুলেছিল। কোরানের সঙ্গে সুফি সাহিত্যের ভাবনাটা এমন পর্যায়ে সমাহিত হয়েছিল যে সুফি সাহিত্যে কোরানের জন্য কোন বাড়তি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃতি করার প্রয়োজন হত না শুধুমাত্র শব্দ অথবা শব্দাবলী ব্যবহারেই কাজ সমাধা হত।"[২]

প্রথম দিকের সুফিরা কোরানের কিছু কিছু অনুচ্ছেদকে খুব গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব, শেষ বিচারের দিন, পয়গম্বর এবং সত্যের সাক্ষীর মুহূর্ত প্রভৃতি অনুচ্ছেদগুলিতে মানুষের সাথে আল্লাহর একটি যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। কোরানের কিছু কিছু অনুচছেদে তওহিদ বা একত্ব ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। আবার কিছু জায়গায় প্রেমময় ঈশ্বরের করুণাঘন রূপ ফুটে উঠেছে। প্রেমের পাশাপাশি আবার চরম রুদ্র রূপ কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রকট হয়েছে। তত্ত্ব ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে যে অধ্যায়গুলি সুফিদের চিন্তা ও মননকে প্রভাবিত করেছে সেগুলি নিম্ন লিখিত ভাবে উপস্থাপিত করা যেতে পারে—

১। ঈশ্বরের স্বরূপ সংক্রান্ত : কোরানে ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এবিষয়ে উল্লেখযোগ্যগুলি হল— সর্বশক্তিমান রূপে— কোরানের শুরুতেই ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান প্রভু, 'কর্ম দিবসের মালিক'[৩], 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সমস্ত তারই...।'[৪]

সর্বজ্ঞ রূপে—

> "নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সমস্ত তিনি অবগত, সর্বজ্ঞাতা, তার ইচ্ছা ব্যতীত তার অনন্ত জ্ঞান কেউ আয়ত্ত করে পারেনা।"[৫]

অতিবর্তী রূপে —

(ক) "দয়াময় আল্লাহ আরশে সমুন্নত।"[৬]

(খ) "নিশ্চয় আল্লাহ হচ্ছেন তোমাদের প্রতিপালক, যিনি আসমানকে এবং যমিনকে সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে,অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নীত হলেন।"[৭]

অন্তবর্তী রূপে—

(ক) "তোমরা যেখানেই থাক, তিনি তোমার সাথে আছেন।"[৮]

(খ) "আমি তার ঘারের শাহরগ অপেক্ষাও নিকটর।"[৯]

(গ) "আমি তোমাদের নফসের সাথে মিশে আছি, কিন্তু তোমরা দেখছোনা।"[১০]

আল্লাহ একই সাথে অতিবর্তী ও অন্তবর্তী—

(ক) "তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশিত, তিনি গুপ্ত এবং তিনি সর্বজ্ঞাতা।"[১১]

সর্বেশ্বরবাদ—

(ক) "অতএব তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহর মুখ, কেননা আল্লাহ পরিবেষ্টনকারী পূর্ণ জ্ঞানবান।"[১২]

মানবীয় রূপে—

(ক) "তারা আল্লাহকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহর প্রিয় হবে।"[১৩]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 110
Website: https://tirj.org.in, Page No. 978 - 990
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

(খ) "সত্য এই যে, (হে বিশ্বাসীগণ!) তোমরা ওদের হত্যা করনি বরং আল্লাহ ওদের হত্যা করেছেন। (আর হে নবি) তুমি যখন ধূলি নিক্ষেপ করেছিলে, তখন ধূলি তুমি নিক্ষেপ করোনি বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন।"[১৪]

(গ) "অতএব তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করিব।"[১৫]

২। কোরানে উল্লিখিত পয়গম্বরদের বিশেষত্ব : আল্লহ অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত তাঁর প্রত্যেকটি পয়গম্বরদের অনুগ্রহ করে বিশেষত্ব দান করেছেন।

"তিনি মুসা ও হারুণকে ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যকারী মানদণ্ড ফোরকান দান করেছিলেন।"[১৬]
"তিনি ইব্রাহিমকে সত্যমিথ্যা বিচারের জ্ঞান দিয়েছিলেন।"[১৭]
"তিনি লূতকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছেন।"[১৮]

৩। সৃষ্টিতত্ত্ব : ইসলামি ধর্মমত অনুযায়ী আদম হলেন প্রথম মানব এবং নবি। যিনি নিজ কৃত কর্মের ফলে চরম লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হয়ে দুর্বল ভাবে স্বর্গ রাজ্য থেকে পৃথিবীতে পতিত হয়েছিলেন। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ আদমকে খলিফা এবং নবি হিসাবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। কোরানে এ সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে যখন আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিরাজ্য পৃথিবীর জন্য প্রতিনিধি হিসাবে আদমকে সৃষ্টি করার বাসনা প্রকাশ করলেন। তখন সমস্ত ফেরেশতারা (দেবদূত) সমবেতভাবে আল্লাহকে নিষেধ করেছিলেন এবং বলেছিলেন আপনি যে সত্তাকে সৃষ্টি করছেন সে "সমগ্র পৃথিবীকে কলুষিত করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে।"[১৯] আল্লাহ এর উত্তরে বলেছিলেন— নিশ্চয় আমি যা জানি তুমি তা জাননা।"[২০] আদম সৃষ্টি সম্পর্কে কোরানে বলা হয়েছে যে তার অবয়ব মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল[২১] এবং তারপর এর মধ্যে রুহের সঞ্চার ঘটান।"[২২] এরপর আল্লাহ আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দিলেন।" সমস্ত ফেরেশতাগণকে তিনি আদমকে সেজদা করতে আদেশ দিলেন, তখন একমাত্র ইবলিশ ব্যতীত সকলে সেজদা করলেন, সে অগ্রাহ্য করল এবং অহংকার করল।"[২৩]

৪। ঈশ্বর ও আদমের শপথপত্র : কোরানে ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে পৃথিবীতে আগমনের পূর্বে সংগঠিত শপথের উল্লেখ আছে। এ বিষয়ে কোরানে উল্লেখ আছে –

"যখন তোমার প্রতিপালক বনি আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তানদের বের করেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন - আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা সমস্বরে উত্তর দিল হ্যাঁ! আমরা সাক্ষী থাকলাম।"[২৪]

৫। মেরাজের ঘটনা : মেরাজ বলতে উর্ধ্বগমনকে বোঝান হয়। এই উর্ধ্বগমন নৈশ কালীন সময়ে ঘটেছিল। কোরানে মেরাজ সম্পর্কে উল্লেখ আছে—

"তিনি পবিত্র যিনি তাঁর বান্দাকে এক রজনীতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম(নিকটবর্তী মসজিদ) হতে মসজিদুল আকসা (দূরবর্তী মসজিদ) যার চতুষ্পার্শ্বকে আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখবার জন্য, তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।"[২৫]

কোরানের উল্লেখিত আয়াতটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মেরাজ বলতে নৈশকালীন ভ্রমণকে বোঝান হয়েছে যাকে আরবিতে আসরা বলা হয়। এই ভ্রমণ হয়েছিল মসজিদুল হারাম অর্থাৎ কাবা থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত। এই ভ্রমণের সঙ্গেই হয়েছিল মেরাজ অর্থাৎ উর্ধ্বগমণ। উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর নিদর্শন দেখাবার জন্য। কোরানের অপর এক স্থানে মেরাজে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের বর্ণনা আছে—

"যখন তিনি সর্বোচ্চ দিগন্তে ছিলেন এবং নিকটবর্তী হলেন, অতি নিকটবর্তী, ফলে তাঁদের মধ্যে দুধনুকের ব্যধান রইল অথবা তার চেয়েও কম।"[২৬]

৬। রুহ : কোরানে কিছুটা দ্ব্যর্থক বা অস্পষ্ট ভাবে দেহজ আত্মার কথা বলা হয়েছে। কোরানে একে নফস বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই নফস অবিরত ভাবে খারাপ কর্মের দিকে চালিত করে। এ বিষয়ে কোরানে উল্লেখ আছে—

> "আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করিনা, মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্ম প্রবণ, কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন, আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৭]

আবার কোরানে এই মন্দ কর্ম প্রবণ আত্মার সংশোধনের ফলে শান্ত ধর্মী আত্মায় পরিণত হওয়ার কথা আছে—

> "হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও প্রিয়পাত্র হয়ে। অনন্তর তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও, এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"[২৮]

কোরানে শ্বাসরূপী রুহের (আত্মার) আদমের (মানুষের) শরীরে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে। যেটা ঈশ্বরের অন্যতম অংশ বলে উল্লেখ আছে—

> "যখন আমি (ঈশ্বর) তাকে (আদমকে) সুঠাম করব এবং তাতে আমার রুহ(আত্মা) সঞ্চার করব তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।"[২৯]

কোরানে রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে এর উত্তরে বলা হয়েছে প্রভুর আদেশ—

> "তোমাকে তারা রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তুমি বল রুহ হল আমার প্রতিপালকের আদেশ।"[৩০]

সুফিবাদে উচ্চশ্রেণীর রুহ এবং নিম্নস্তরের রুহের মধ্যে লড়াই প্রধান গুরুত্ব পেয়েছে।

৭। ঈশ্বরের বন্ধু : কোরানে আল্লাহ একটি শ্রেণীর দলকে বিশেষ অধিকার দিয়াছেন। যারা আল্লাহর বন্ধু বা ওলি নামে পরিচিত। কোরানে এ বিষয়ে বলা হয়েছে—

> "মনে রেখো আল্লাহর বন্ধুদের না আছে কোনও ভয় না আছে কোনও চিন্তা।"[৩১]

ঈশ্বরকে স্মরণ করার কথা : কোরানে আল্লাহকে স্মরণ করার কথা বারে বারে বলা হয়েছে—

> "...আল্লাহর জিকিরে তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়, জেনে রাখো, আল্লাহর জিকিরেই অন্তর প্রশান্ত হয়।"[৩২]

৮। তওবার (অনুশোচনা) কথা : আল্লাহ কোরানে তওবা(অনুশোচনা) সম্পর্কে বলেছেন—

> (ক) "আল্লাহ তখন তাদের তওবা কবুল করলেন। তারা যেন তাদের তওবায় অটল থাকে।"[৩২]
>
> (খ) "হে মুমিনগণ তোমরা সবাই আল্লাহর সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফল কাম হও।"[৩৩]

৯। সেজদা : সেজদা সম্পর্কে করানে বলা হয়েছে —

> "সেজদা করো আর আল্লাহর নৈকট্য লাভে সচেষ্ট হও।"[৩৪]

১০। ফানা : ফানা হল নশ্বর চেতনা। কোরানেও নশ্বরতার প্রকাশ আছে —

> "মহাবিশ্বে যেখানে যা কিছু আছে সবই নশ্বর অবিনশ্বর শুধু তোমার প্রতিপালকের সত্তা।"[৩৫]

১১। নূরতত্ত্ব : সাধারণ ভাবে নুর শব্দ দ্বারা আলো (Light) বা জ্যোতিকে বুঝায়। এখানে আলো বলতে অন্ধকারের বীপরিতে আলোকে প্রতীয়মান করে তুলেছে। সামগ্রিক ভাবে কোরানে নুরর বলতে আলো, চৈতন্য, দ্যুতি, আত্মা, জ্ঞান, কোরান

প্রভৃতিকে বুঝানো হয়েছে। তাই কোরানে নুর বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কিছু তার সংক্ষিপ্ত উদাহরণ দেওয়া হল—

(ক) নুর শিক্ষা অর্থে ব্যবহৃত : কোরানের সামগ্রিক শিক্ষাকে নুর অর্থে কোরানে ব্যবহৃত হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। উদাহরণ স্বরূপে বলা যায়—

> "হে মানব জাতি! তোমাদের রবের (প্রভুর) কাছ থেকে তোমাদের জন্য দৃঢ় প্রত্যয় উৎপাদক (convincing) প্রমাণ এসেছে এবং তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট নুর অবতীর্ণ করেছি।"[৩৬]

(খ) অজ্ঞানতা থেকে জ্ঞান অর্থে: কোরানের মধ্যে নুরকে জ্ঞান স্বরূপ বোঝাতে কিছু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

> "নিশ্চয় আল্লাহর কাছ থেকে নুর ও সুস্পষ্ট কিতাব তোমাদের কাছে এসেছে এবং ওটা দ্বারা তিনি জুলমাত(অন্ধকার) থেকে নুরের (আলোর) দিকে নিয়ে যান এবং সেরাতুল মোস্তাকিমের (সহজ সরল পথ) দিকে পরিচালিত হন।"[৩৭]

(গ) অন্ধকারের বিপরীতে আলো অর্থে: কোরানের মধ্যে নুর অর্থে অন্ধকারের বীপরিতে আলো (Light) অর্থেও ব্যবহার হয়েছে—

> "প্রতিষ্ঠিত প্রশাংসা আল্লাহর যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং জুলমাত (অন্ধকার) ও নুরের (আলোর) উদ্ভব ঘটিয়েছেন।"[৩৮]

(ঘ) নূরকে রূপক প্রতীকে ব্যবহার: নূরকে সর্বত্রগামী চৈতন্যময় সত্তা হিসাবে তুলনা করে অবভাসিক জগতের কিছু প্রতীকে প্রতীকায়িত করেছেন—

> "আল্লাহ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর নুর (জ্যোতি), তাঁর নুরের রূপক হল - একটা কুলঙ্গী যাতে একটা প্রদীপ, প্রদীপটি একটা কাঁচের আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ, এটা প্রজ্বলিত করা হয় মোবারক বৃক্ষ জয়তুন দ্বারা যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যের নয়, অগ্নী এটাকে স্পর্শ না করলেও ওটা আলোকোজ্জ্বল, নুরের ওপর নুর, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার নুরের দিকে পথ প্রদর্শন করেন, আল্লাহ মানুষের জন্য রূপক বর্ণনা করে থাকেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা।"[৩৯]

উপরোক্ত অনুচ্ছেদে নুরকে অবভাসিক জগতের কুলঙ্গী, প্রদীপ, কাঁচের আবরণ, জয়তুনের তেল, নুরের উপরে নুর প্রভৃতি প্রতীকে ব্যখ্যা করা হয়েছে। এর সঠিক ব্যাখ্যা নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আছে।

১২। আল্লাহর সত্তা (জাত) : কোরানে আল্লাহর সত্তা প্রসঙ্গে সব চেয়ে সঠিক ভাবে যা উল্লিখিত হয়েছে তা হল—

> "মহাবিশ্বে যেখানে যা কিছু আছে সবই নশ্বর অবিনশ্বর শুধু তোমার প্রতিপালকের সত্তা।"[৪০]

কাজেই আল্লাহর সত্তাকে এক এবং অবিভাজ্য যা সৃষ্টি এবং ধ্বংশের উর্ধ্বে।

১৩। নামও গুণের (আসমা ও সিফাত) কথা : কোরানে অনেক জায়গায় আল্লাহর নামের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য অনুচ্ছেদটি হল—

> "তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা সুন্দর সকল নাম সমূহ তারই।"[৪১]

এখানে নাম সমূহ বলতে আল্লাহর ৯৯টি গুণ সম্বলিত নামবলী। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম হল— সামিউন বাসির (সর্ব দ্রষ্টা), সামিউন আলিম (সর্ব জ্ঞাতা, সর্বশ্রোতা), হাইউন কাইউম (চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী), আলিমুন কাদির (সর্ব শক্তিমান), কাবিরুন বাসির (সম্যক পরজ্ঞাতা), হকিমুন খাবির (সর্ব জ্ঞাতা), ওইয়াসিউন আলিম (সর্ব ব্যাপী) ইত্যাদি।

১৩। অসিলা বা উপায়ের কথা : আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য অসিলা তালাসের কথা কোরানে উল্লিখিত হয়েছে—

> "হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য অসিলা তালাস কর।"[৪২]

উপরোক্ত ভাবনা গুলি নবম শতাব্দী থেকেই সুফি সাহিত্যেগুলিকে প্রভাবিত করে আসছে। কালক্রমে তা মধ্যযুগের বাংলা সুফি সাহিত্যকে কতটা প্রভাবিত করেছে — তা আমাদের বিচার্য বিষয়।

যে কোন সাহিত্যের উপর অপর কোন শক্তিশালী সাহিত্যের প্রভাব বা কোন তত্ত্বের প্রভাব আলোচনা একটি সময় সাপেক্ষ পাণ্ডিত্যর বিষয় রূপে বিগত শতাব্দী থেকেই পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রভাবের আলোচনার ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হবে— প্রথমটি হল উলম্ব (Vertical) পদ্ধতি এবং দ্বিতীয়টি আনুভূমিক (Horizontal)। উলম্ব পদ্ধতিতে প্রভাবের অদর্শটি নির্ণয় করা হয় উত্তরাধিকার সুত্রে যে প্রভাব তাদের সৃষ্ট, চিন্তা, কর্মকে একটি ক্রমবর্ধিষ্ণু আকার দান করে। এই পদ্ধতি উনিশ শোতকে প্রাচ্য বিদ্যা চর্চার উন্নয়ন ক্ষেত্রে ভাল প্রভাব রেখেছিল। এছাড়াও ধর্মীয় সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রেও যথেষ্ট অবদান রেখেছিল। যে কোন জমাকৃত প্রভাবের উন্মোচন এবং উত্তরাধিকারের খোঁজ প্রাপ্তি এই পদ্ধতির দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু সাহিত্য শূধুমাত্র উলম্ব দৃষ্টিকোনের দ্বারাই সীমাব্ধ নয় এর বৃহত্তর অর্থ উন্মোচনের জন্য আনুভূমিক দৃষ্টিকোনের প্রয়জন হয়। এই পদ্ধতিতে মধ্যযুগের বাংলা সুফি সাহিত্যকে বিচার করলে দেখা যাবে বাংলার সুফিরা মূলত তত্ত্ব ও অনুশিলনের জন্য কোরানকে ব্যবহার করেছিলেন। সুফিদের কোরানের যে তত্ত্বগুলি তাদের জীবন ও দর্শনের সাথে সাধনাকে প্রভাবিত করেছিল সে গুলি বার বার বাংলার সুফি সাহিত্যে ঘুরে ফিরে এসেছে এবং খুব সামান্য অংশই তারা কোরান দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। যার উল্লেখযোগ্য প্রভাব আমরা হাজি মুহম্মদ বিরচিত *সুরত নামা,* শেখ চান্দ রচিত *তালিব নামা,* এবং শেখ মনসুর রচিত *সির্নামা* গ্রন্থে। এই প্রভাব গুলি নিম্ন লিখিতভাবে আমরা আলোচনা করতে পারি —

(ক) তত্ত্বগত দিক দিয়ে প্রভাব : এখানে দেখা হবে কোরানের আলোচিত তত্ত্বগুলি সরাসরি ভাবে অর্থাৎ উলম্ব ভাবে ব্যবহার এবং বাংলার লোকায়ত ভাবনার সাথে অভিযোজন করে কোরনের ভাবনার সঙ্গে মিশ্রিত ঐতিহ্যের উদ্ভবের দ্বারা। প্রথমে উলম্ব পদ্ধতি দ্বারা বা সরাসরি কোরানের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হল—

সপ্তদশ শতকের কবি হাজী মুহম্মদ রচিত *তালিব নামা* (আনুমানিক ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থের শুরুতেই আল্লাহর বন্দনায় আল্লাহকে মৃতুঞ্জয় রূপে উল্লেখ করেছেন—

> "জনম নাহিক তান নাহিক মরণ
> আখেরে তাহান পদে হইবা তরণ।"[৪৩]

কোরানে আল্লাহকে মৃত্যুঞ্জয় বা হাইউন কাইয়ুম বলে উল্লিখিত করা আছে। এছাড়াও কোরানের উল্লেখিত চার ফেরেশতার উল্লেখ আছে—

> "আজ্রাইল ইস্রাফিল মিকাইল জিব্রিল
> একনামে জান তান ফিরিস্তা কামিল।"[৪৪]

কোরানের উল্লিখিত আঠারো হাজার মাখলুকাত ও আর্শ কোর্শ লৌহ কালাম এর উল্লেখ—

> "অষ্টাদশ হাজার যথ করিলুঁ বন্দন
> আর্শ কোর্শ লোহ কালাম এতিন ভুবন।"[৪৫]

কোরানে উল্লিখিত কুন তত্ত্বের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়—

"কুন বুলি শব্দ প্রভু কহিলেক তবে
কাফ-নুউ দুই হরফ সৃজন হইল।
করিম আপনা নামে জাহের করিল।" [৪৬]

মাটি থেকে আদম তৈরির ক্ষেত্রেও কোরনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়—

"সংসারে আদম পয়দা কৈলা নিরঞ্জন।
ক্ষিতি হোন্তে খাক আনি করিলা মথন
আপনার চারি চিজ দিলা নিরঞ্জন।"[৪৭]

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি শেখ মনসুর রচিত সির্নামা (আনুমানিক ১৭০৩ খ্রিষ্টাব্দ) গ্রন্থে কোরনের উল্লিখিত মাটি থেকে আদম সৃষ্টির উপাখ্যান এবং কুন তত্ত্বের অনুরূপ প্রভাব এখানে লক্ষ্য করা যায়—

"আদম আছিল মাটি হৈল পুষ্প বন
সে নুরে করিল সৃষ্টি পলক অন্তর
কাফে নু-এ দুই অক্ষর হইল সংসার।"[৪৮]

আদমের মধ্যে রুহ বা দম ফুৎকার কোরানের ন্যায় এখানেও উল্লেখ আছে—

"সঞ্চারিল দম যদি আদমের কাএ
আদম হইয়া নাম সুকর কহএ।"[৪৯]

কোরানের উল্লিখিত চার নবির উল্লেখ—

"ইদ্রিস পাইয়া দম স্বর্গে চলি গেলা
ইসা নবী দম পাই আকাশে
মুসা পয়গম্বর হৈল সিদ্ধুত
মীন উদর হোন্তে পাইল ইনুসে আমান
মুহম্মদে এ অক্ষর সপূর্ণ পাইল
নবী কুল হোন্তে শ্রেষ্ঠ ইমাম হইল।"[৫০]

কোরানের উল্লিখিত আউলিয়া বা বন্ধুর উল্লেখ—

"আউলিয়া সবের বাক্য রেসালা অন্তর
ফকিরি দরবেশি পাএ তাহারি ভিতর।"[৫১]

হাজী মুহম্মদ রচিত সুরতনামা বা নরজামাল গ্রন্থের প্রথমেই কোরানের অনুরূপ আল্লাহকে সৃষ্টি কর্তা রূপে স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে—

"আউয়ালে আল্লার নাম আগাচ করলুঁ
দীল মুখে এক নাম স্বরূপে জানিলুঁ
আঠার হাজার আলম যাহার সৃজন
অহোনিশি আল্লা নাম করহ স্মরণ।"[৫২]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 110
Website: https://tirj.org.in, Page No. 978 - 990
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কোরানে আল্লাহর অনেক গুলি সিফাত গুণের নাম আছে এর মধ্যে মালিক বা সৃষ্টি কর্তা নাম অন্যতম। এখানে কোরানের অনুরূপ মালিক নামেও আল্লাহকে নামেও অভিহিত করা হয়েছে—

"মালেক তাহার নাম সৃজন যাহার
বিনি হস্তে সৃজিয়াছে সয়াল সংসার।"[৫৩]

কোরানের অনুরূপ রাজ্জাক বা অন্নদাতাও রূপে আল্লাহকে চিহ্নিত করা হয়েছে—

"রাজ্জাক তাহান নাম ভক্ষণ আনিয়া
সর্বজীবের ভক্ষ্য দেঅন্ত জানিয়া।"[৫৪]

কোরানের উল্লিখিত আল্লাহকে সামিউন বা শ্রোতা নামেও উল্লেখ করা হয়েছে—

"সামিউন নাম তান সকল দেঅন্ত
বিনি কর্ণ শব্দ যথ শুনে আদিঅন্ত।"[৫৫]

কোরানের মত আল্লাহকে বসির অর্থাৎ দ্রষ্টা রূপে সাক্ষি করা হয়েছে—

"বসির তাহান দেখন্ত সকল
বিনি চক্ষে দেখে সবার ভিতর।"[৫৬]

কোরানের উল্লিখিত আল্লাহকে জিকির বা স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে—

"আল্লা নাম স্মরণে সকল পাপ হরে
আল্লার দোস্ত নবী মোহাম্মদ পয়গম্বর
বহুল দরুদ হৈল যাহার উপর।"[৫৭]

কোরানের মত অসিলা তথা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়ের কথা—

"অছিলা যথা তথা যাও আরবার
তথাত পাইবা গিয়া আল্লাহর দিদার।"[৫৮]

কোরানের অনুরূপ আল্লাহ প্রদত্ত চার কিতাবের উল্লেখ পাওয়া যায়—

"তার মধ্যে এহি চারি কিতাব প্রধান
তওরাত ইঞ্জিল আর জব্বুর কোরান।"[৫৯]

কোরানের অনুরূপ আদমকে খলিফা রূপে উল্লেখ—

"প্রথমে আদম সফী আল্লার খলিফা
আখেরে পয়গম্বর মোহাম্মদ মোস্তফা।"[৬০]

কোরানের উল্লিখিত তওবা অর্থাৎ অনুশোচনার কথা—

"ওই করিব আগে পাছে এবাদত
বিনি তওবাএ এবাদত তহে তত।
এবাদত কর হেন জানহে আপনে

বিনি তওবাএ ফল নহে কদাচনে।"[৬১]

কোরানের অনুরূপ আল্লাহর সত্তা এবং গুণের কথা (জাত-সিফাত)—

"জাতে আর সিফাত আছিল এক কাএ
পশ্চাতে জাহের আপে হৈল ভাল ভাএ।
ডিম্বের ভিতর যেন পক্ষীর শরীর
তেন মতে ছিল শেষে হইল বাহির।"[৬২]

কোরানের উল্লিখিত ফোনা এবং বাকা তত্ত্বের উল্লেখ—

"ফানি মোকাম ছাড়ি বাকাতে গিয়া রহে।
বৈদেশির শ্রধা যেন যাইতে স্বদেশে
পরবাস ছাড়িয়া আপনা গৃহবাস।"[৬৩]

আনুভূমিক পদ্ধতি (Horizontal) : আনুভূমিক পদ্ধতিটি এখানে দুটি পর্যায়ে বিচার করা হবে। প্রথমত কোরানের ভাবনার সঙ্গে হিন্দু বৌদ্ধ ভাবনার মিশ্রণের দ্বারা সমন্বয় ঐতিহ্যের (syncretistic Tradition) দ্বারা। দ্বিতীয় পদ্ধতি হল ভাষাগত গত দিক দিয়ে।

প্রথমত সমন্বয় বাদি ঐতিহ্যের দিক দিয়ে - এক্ষেত্রে সুফি সাহিত্যে অজস্র উদাহরণ দেখা যায়—

(১) চার ফেরেশতা : করানে চার ফেরেশতা হলেন জিব্রাইল, মিকাইল, ইস্রাফিল, আজরাইল। জিব্রাইলের কাজ হল আল্লাহর বাণী নবিদের কাছে প্রেরণ করা। মিকাইলের কাজ বৃষ্টি ও খাদ্য উৎপাদন করা। ইস্রাফিলের কাজ মহাপ্রলয় ঘোষণা করা। আজ্রাইলের কাজ প্রাণ হরণ করা। বাংলার সুফি সাহিত্যে এই মূল কোরানের ভাব রক্ষিত হয়নি। এখানে চার ফেরেশতাকে চার মোকামের প্রহরী রূপে কল্পিত হয়েছে। যা কোরান নয় বৌদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে সাদৃশ্য যুক্ত। বৌদ্ধতন্ত্রের চার চক্রের চার অধিষ্ঠাত্রী দেবী লোচনা, মামকি, পাণ্ডুরা, তারা প্রভৃতির অনুরূপ। এখানে কোরানের ভাবনা ও বৌদ্ধ তন্ত্রের ভাবনার মিশ্রণে নির্মিত ঐতিহ্যের প্রভাব লক্ষ করা যায় অজ্ঞাত নামা লেখক রচিত যোগ কলন্দর কাব্যে—

নাসুত মোকামের প্রহরী আজরাইল বলে উল্লেখ দ্বারা—

"নাসুত মোকাম জান এ তিন তিহরী
আজ্রাইল ফিরিস্তা আছে তথাত প্রহরী।"[৬৪]

এই ভাবে চার মোকামের চার ফেরশতার উল্লেখ আছে।

(২) মারিচ : যেমন বৌদ্ধ ঐতিহ্যকে কোরানের নামের ঢাকনা দিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে ফেরেশতার অনুষঙ্গে অনুরূপ ভাবে করনের ভাবনাকেও হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে মারিচ নাম দিয়ে। মারিচ রামায়নের মায়াবি রাক্ষস। মায়ার প্রহেলিকায় সে সাধারণ মানুষ সহ সাধুদেরও ভুলিয়ে দিতে সিদ্ধহস্ত। এই ভাবেই সে রামায়নের সীতাকে মায়াবলে সোনার হরিণ দেখিয়ে ফান্দে ফেলেছিল। মারীচের এই মায়াবলে ফান্দে ফেলার অনুরূপ কর্মের সঙ্গে ইবলিশের সাদৃশ্য বেশি। ইবলিশ মানুষকে এই লোভনীয় মায়ায় ফেলে অপকর্মে লিপ্ত করে। ইবলিশের সঙ্গে মারিচের সাযুজ্য কল্পনা করে সুফি সাহিত্যে মারিচ আর ইবলিশ এক হয়েছে। *তালিব নামা* গ্রন্থে মারিচের জন্ম আগুন থেকে বলা হয়েছে—

"এথ শুনি করতার প্রসন্ন হইল
আতসের কাফির রগ নিকালি পেলিল।
সেইত কাফের অংশ মথন করিয়া

মারিচেরে সৃজিলা প্রভু সেই অংশ দিয়া।"[৬৫]

মূল কোরানের ইবলিশের সৃষ্টি আগুন থেকে এবং আদমকে সেজদা না করার জন্য তাকে কাফের অর্থাৎ অস্বীকারকারী বলা হয়েছে ও শাস্তী স্বরূপ তাকে সেই স্থান থেকে নিকালে দিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে আলিরাজার আগমের নুর মোহাম্মদ তত্ত্বের সাথে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তত্ত্বের সমন্বয়, মোকাম তত্ত্বের সাথে চার চক্রের সমন্বয় ইত্যাদি উল্লেখ যোগ্য।

দ্বিতীয়ত ভাষাগত নাম ব্যবহার করে –

এখানে মূলের সঙ্গে ভাবনাগত দিক দিয়ে কোন মিল নেই শূধুমাত্র ইসলামি নান ব্যবহার দ্বারা ইসলামি নামে উপবেশন ক যেমন মীর মুহম্মদ সফীর নুরনামা এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এখানে কোরানে ব্যবহৃত কুর্সি, হাওজ ই কওসর, আব ই জমজম, হুর, নহস প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। এই ভাষাগুলি ব্যবহার করে তিনি বৌদ্ধ ঐতিহ্যক কী ভাবে প্রকাশ করেছেন তার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল—

(ক) ফেরেশতা বিষয়ে : কোরানে বলা হয়েছে ফেরেশতার জন্ম আল্লাহর নুর থেকে কিন্তু এখানে বলা হয়েছে নুরনবির ঘর্ম থেকে। এখানে উল্লিখিত হয়েছে নুরনবির দক্ষিণ কর্ণের ঘর্ম থেকে আজরাইলে জন্ম, দক্ষিণ নাসা থেকে ইস্রাফিলের, ডাইন কোঠা থেকে মিকাইলের, জিহ্বা থেকে জিব্রাইলের। নুরনবির দুই নেত্রের ঘাম থেকে লোহ কলমের সৃষ্টি হয়—

"দুই নেত্রে ঘর্ম শ্রবিল যখন
লোহ কলম পয়দা হৈল তখন।"[৬৬]

কোরানে বলা হয়েছে আদমের জন্ম মাটি থেকে কিন্তু এখানে বলা হয়েছে নুরনবির বুকের ঘাম থেকে—

"বুক হন্তে নিকালিল যথাযথ ঘর্ম
তাহাতে হইল জান আদমের জন্ম।"[৬৭]

কোরনের সৃষ্টি তত্ত্বে কোথাও ঘামের দারা সৃষ্টির উল্লেখ নেই। এখানে এই দিক দিয়ে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কোরানের শব্দাবলী দিয়ে শুধুমাত্র নামগত প্রভাবটিই রক্ষিত হয়েছে।

(খ) অনুশীলনের দিক দিয়ে : অনুশীলনের দিক দিয়ে বাংলার সুফিরা কোরানের যে বিষয় গুলির প্রতি প্রভাবিত হয়েছিল সেগুলি হল নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি। হাজী মুহম্মদের *সুরতনামা* গ্রন্থে এবাদতের বিষয়ে শরিয়তের যে অনুশীলনের কাজ বলেছেন তার মধ্যে প্রথমেই এইকথা বলেছেন—

"শরীয়ত মঞ্জিলের কহি এহি কাজ
রোজা রাখিব আর করিব নামাজ।
বৎসরেত একমাস রোজা রাখিবেক
রমজান চান্দ যদি আইল পরতেক।
রাত্রিদিন পঞ্চ ওক্ত করিব নামাজ
রার চেষ্টা করা হ আখেরে দীনের ঠুনি এহি বড় কাজ।
হজ জারিব যদি সে আয়ু থাকে
মালের যাকাত দিব রূপাইয়া যে রাখে।"[৬৮]

এর সাথে সাথে মুখে কলেমা পড়ার কথাও উল্লেখ আছে। প্রথম যুগের সুফিরা বেশিরভাগ সময় কোরান আবৃত্তি করে পড়তেন কিন্তু এখানে কলেমার কথা বলা হয়েছে বেশ গুরুত্ব দিয়ে—

"কলেমা পড়িব মুখে হৃদে দড় জানি

এহি পঞ্চ কিছু যে বোলএ মুসলমানি।"[৬৯]

অনুরূপ ভাবে কলেমার কথা সির্নামা গ্রন্থেও উল্লেখ আছে—

"কলেমা জানিবা দড় প্রভুর নিশ্চএ
কলেমা অন্তরে গেলে নাহি পাপ ভএ।"[৭০]

জিকির বা ঈশ্বরকে স্মরণ : কাজী শেখ মনসুরের সির্নামা গ্রন্থে নামজ রোজার সঙ্গে মুখের জিকিরের দ্বারা নিরঞ্জনকে স্মরণ করার কাথা আছে—

"শরীয়ত আকলি না কৈল নবীবর
জিকির করিতে দিশি নিসি নিরন্তর।
অভ্যাস জিকির মুখে যাহার আছএ
প্রভুর সঙ্গতি সেই বসিয়া থাকএ।"[৭১]

ধ্যান : হাজী মুহম্মদ রচিত *সুরতনামা* গ্রন্থে দুনিয়ার সুখ সমৃদ্ধিকে ভুলে সাহেবের সাহেবের ধ্যানে ডুবে থাকার কথা বলা আছে—

"দুনিয়ার সুখ ভোগে মন নহে ভোলা
হামিসা সাহেব সনে কর ওলা মেলা।
হকেতে ডুবিয়া মন থাকে অনুক্ষণ
আপনারে আপনে হারাএ ততক্ষণ।"[৭২]

য়েছে। এক্ষেত্রে কিছু নাম এই ভাবে সাহেবের ধ্যানে ডুবে ডুবে থাকতে যখন আপন পর ভাব তিরোহিত হয় তখন সাহেবের দিদার সম্ভব হয়। তাই সুফি অনুশীলনে ধ্যানের গুরত্ব অপরিসীম।

পরিশেষে এই কথাই বলা যায় বাংলা সুফি সাহিত্য ছারাও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জুলেয়েখা, সৈয়দ সুলতানের নবীবংশ, ওফাৎ-ই-রসুল ইত্যাদি কাব্যেও কোরানের কিছু কিছু অনুষঙ্গ চর্চা হয়েছিল এইভাবেই চর্চার হাতধরে আমীর উদ্দিন বসনিয়া দোভাষী তর্জমায় কোরানের সীমিত অংশ আমপাড়া উনিশ শতকেই পাই গিরিশচন্দ্রের হাতধরে পূর্ণাঙ্গ ভাবে ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে। বাংলার সুফি সাহিত্যে কোরানের ব্যবহার এত কম থাকার কারন হল মধ্যযুগের বাংলার সুফিদের সমাজে বৈধতা নিয়ে কোন প্রশ্নের মুখোমুখী হতে হয়নি। বাংলার নিম্নবৃত্ত শ্রেণীর একটা বড় অংশ তাদেরকে দেখেই ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তাদের কথাকেই তারা মেনে নিত। অভিজাত শ্রেণীর ছিল উর্দু ফারসি তাই তাদের জন্য ফারসি ভাষায় কোরানের অনুবাদ অনেক ছিল। তারা মনে করত বাংলা ভাষায় কোরানের অনুবাদ জঘন্য গর্হিত কাজ। অন্যদিকে সুফিদের ধর্মের সঙ্গে খুব নিবিড় আত্মিক যোগ বাইরের দিকে ছিলো না। মূল মধ্যপ্রাচ্যের সুফিবাদ উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আত্মপরিচয়ের সংকটে পড়িতে হয়। ফলে ইসলামের বৈধতা আদায়ের জন্য কোরনকে আত্মীকরণ করতে হয়। তছাড়া বাংলা ও মধ্যপ্রাচ্যের সাংস্কৃতীগত ব্যবধান প্রচুর ফলে যে ভাবে সে যুগে মধ্যপ্রাচ্যের সুফিরা তাদের সাহিত্যে কোরানকে আত্মীকরণ করতে পেরেছিল বাংলার সুফিদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই জন্যই বাংলার সুফিরা লোকায়তিক বেশি কোরানের তুলনায়।

Reference:

১. Sells Michaela, 'Early Islamic Mysticism : Sufi, Miraj, Poetic and Theological Writings', Paulist Press, Mahwah, Published 1996, Page. 29
২. পূর্বোক্ত
৩. কোরান ১ : ৩
৪. কোরান ২ : ২৫৫

৫. কোরান: ২ : ২৫৫
৬. কোরান ২০ : ৫
৭. কোরান ১০ : ৩
৮. কোরান ৫৭ : ৪
৯. কোরান ৫০: ১৬
১০. কোরান ৫০ : ১৬
১১. কোরান ৫৭ : ২২
১২. কোরান ৫৭ : ৩
১৩. কোরান ৫ : ৫৪
১৪. কোরান ৮ : ১৭
১৫. কোরান ২ : ১৫২
১৬. কোরান ২১ : ৪৮
১৭. কোরান ২১ : ৫০
১৮. কোরান ২১ : ৭৪
১৯. কোরান ২ : ৩০
২০. কোরান, পূর্বোক্ত
২১. কোরান ৩৮ : ৭১
২২. কোরান ৩৮ : ৭২
২৩. কোরান ৩৮ : ৭৪
২৪. কোরান ৭ : ১৭২
২৫. কোরান ১৭ : ১
২৬. কোরান ৫৩-৭-৮-৯
২৭. কোরান ১২ : ৫৩
২৮. কোরান ৮৯ : ২৭-২৮
২৯. কোরান ১৫ : ২৯
৩০. কোরান ১৭ : ৮৫
৩১. কোরান ১০ : ২৬
৩২. কোরান ১৩ : ২৮
৩৩. কোরান ২৪ : ৩১
৩৪. কোরান ৯৬ : ১৯
৩৫. কোরান ৫৫ : ২৬
৩৬. কোরান ৪ : ১৭৪
৩৭. কোরান ৫ : ১৫-১৬
৩৮. কোরান ৬ : ১
৩৯. কোরান ২৪ : ৩৫
৪০. কোরান ৫৫ : ২৬
৪১. কোরান ৫৯ : ২৪
৪২. কোরান ৫ : ৩৫

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 110
Website: https://tirj.org.in, Page No. 978 - 990
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৪৩. আহমদ শরীফ, ‘বাঙলার সূফী সাহিত্য’, সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ৭৭
৪৪. আহমদ শরীফ, ‘বাঙলার সূফী সাহিত্য’, সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ৭৭
৪৫. আহমদ শরীফ, ‘বাঙলার সূফী সাহিত্য’, সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ৭৭
৪৬. আহমদ শরীফ, ‘বাঙলার সূফী সাহিত্য’, সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ৮০
৪৭. আহমদ শরীফ, ‘বাঙলার সূফী সাহিত্য’, সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ৮২
৪৮. আহমদ শরীফ, ‘বাঙলার সূফী সাহিত্য’, সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১৬৯
৪৯. আহমদ শরীফ, ‘বাঙলার সূফী সাহিত্য’, সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১৬৯
৫০. আহমদ শরীফ, ‘বাঙলার সূফী সাহিত্য’, সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১৬৯
৫১. আহমদ শরীফ, ‘বাঙলার সূফী সাহিত্য’, সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১৭০
৫২. আহমদ শরীফ, ‘বাঙলার সূফী সাহিত্য’, সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১২৩
৫৩. আহমদ শরীফ, ‘বাঙলার সূফী সাহিত্য’, সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১২৩
৫৪. আহমদ শরীফ, ‘বাঙলার সূফী সাহিত্য’, সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১২৩
৫৫. আহমদ শরীফ, ‘বাঙলার সূফী সাহিত্য’, সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১২৩
৫৬. আহমদ শরীফ, ‘বাঙলার সূফী সাহিত্য’, সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১২৩
৫৭. আহমদ শরীফ, ‘বাঙলার সূফী সাহিত্য’, সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১২৩
৫৮. আহমদ শরীফ, ‘বাঙলার সূফী সাহিত্য’, সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১২৩
৫৯. আহমদ শরীফ, ‘বাঙলার সূফী সাহিত্য’, সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১২৫
৬০. আহমদ শরীফ, ‘বাঙলার সূফী সাহিত্য’, সময় দ্বিতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৩, ঢাকা, পৃ. ১২৫